সাহাবাদের সম্পর্কে

(মাওলানা জামি, (৮১৭-৮৯৮) বলার ন্যায় বলছি)

يَا رَسُولَ اللهِ چه بَاشَدْ چُونْ سَگِ اَصْحَابِ كَهْفْ

دَاخِلِ جَنَّتْ شَوَمْ دَرْ زُمْرَهِ اَصْحَابِ تُو

اُو رَوَدْ دَرْ جَنَّتْ مَنْ دَرْ جَهَنَّمْ كَىْ رَوَاسْتْ

اُو سَگِ اَصْحَابِ كَهْفْ مَنْ سَگِ اَصْحَابِ تُو

হে আল্লাহর রাছুল, আমি যদি জান্নাতে প্রবেশকারিদের সাথে জান্নাতে যাই

আপনার পূর্বের গুহাবাসির কুকুরের বিবেচনায়, তাহলে কোন সমস্যা, দুঃখ নাই,

সে তো আসহাবে কাহফের কুকুর

আর আমিতো আপনার বিশ্বাসী সঙ্গীদের কুকুর।

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাছুল এবং তার সাথীরা কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মাঝে তারা পরস্পর সহানুভূতিশীল

(ফাতাহ ২৯)

প্রশ্ন করছ যে, অধিকাংশ রেওয়ায়েত সমূহে রয়েছে যে, বেদআতের ধুম্রজালের হাঙ্গামায় আহলে ঈমান এবং আহলে তাক্বওয়া থেকে এক শ্রেণীর সালিহগণ সাহাবী স্থরে বা আরও বেশী মর্যাদাবান হতে পারেন বলে রেওয়ায়েত সমূহ রয়েছে। এই রেওয়ায়েত সমূহ বিশুদ্ধ নাকি?" যদি সহীহ হয় তাহলে এগুলোর হাক্বিক্বাত সমূহ কি?

উত্তরঃ নবীদের পরে মানবজাতির চূড়ান্ত সম্মানি ব্যক্তিগন সাহাবায়ে কেরাম হওয়াটা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐক্যমতপূর্ণ এমন এক শক্তিশালী দলিল যে, ঐ রেওয়ায়েত সমূহের অংশাবলী আংশিক ফজিলতের সম্পর্কে বা এই ব্যাপারে পূর্ণ ফজিলতের ক্ষেত্রে নহে। কেননা আংশিক ফজিলতে এবং বিশেষ কোন পূর্ণতায়, মারজুহ রাজিহ এর প্রতি তাওয়াজ্জুহ হতে পারে (অগ্রাধিকারকৃত কিছু অগ্রাধিকারকারীর প্রতি প্রাধান্য হতে পারে) নতুবা সূরা ফাতাহ এর শেষের দিকে মহিমাকির্তনকৃত অবস্থায় রূবুবিয়্যাতের বিশেষ গুণাবলীতে সুদক্ষ হওয়া এবং তাওরাত, ইঞ্জিল এবং ক্বোরআনের গুনগানে পরিস্ফুটিত হওয়া সাহাবাগণ যারা সর্বোপরী

ক্ষেত্রে উচ্চতাসম্পন্ন যোগ্য, যাদের দৃষ্টিপাতের নুকতায় কেউই অতিক্রান্ত হয় না। এটা কেবল সাহাবীদের গুণ অন্য কাহারও নহে।

এই হাকিকাতের অসংখ্য মাধ্যম ও হিকমত সমূহ থেকে আপাতত তিনটি কারণকে অন্তর্ভূক্ত করে এমন তিনটি হিকমত বর্ণনা করব।

প্রথম হিকমতঃ নবীজীর সংস্পর্শ ঐ রকম এক অমরত্ব সুধা যে, এক মিনিটে ও সোহবত অর্জনকারী ব্যক্তি বছর বছর প্রচেষ্টার বিপরীত হাকিকাতের নূর তার মধ্যে পরিস্ফূটিত হয় না। কেননা নবী করিম (স:) এর সোহবতের মধ্যে প্রভাব ও নগদ প্রতিফলন বিদ্যমান। এটা জানা কথা যে, প্রতিফলন এবং অনুসরণের দ্বারা ঐ মহান নবুওয়্যাতের নূরের সাথে বরাবর সুমহান এক স্থরে পৌছাতে পারে। যেমনটি কোন সুলতানের খাদিম এবং তার অনুসরণের দ্বারা পারে। সুতরাং এই সুক্ষ রহস্যের মধ্যে যে, সবচেয়ে বড় অলীগণ ও সাহাবাদের স্থরে পৌছাতে পারে না। এমনকি জালালুদ্দিন সুয়ুতীর ন্যায় সার্বিক সচেতন থাকার পরও অনেক বার নবীজির সোহবত অর্জনকারী অনেক অলীগণ, যারা রাছুলে আকরাম (আ:) এর সাথে ঘুমন্তহীনভাবে যদি দেখা করেনও এবং এই আলমের মধ্যে যদি তারা তার সোহবতে সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হোন তারপরও তারা সাহাবাদের ধারে কাছে যেতে পারেন না । কেননা সাহাবীদের সোহবতটা হল নবুওয়্যাতে-আহমাদিয়ার নূরের সাথে, অর্থাৎ নবী হিসেবে তার সাথে সোহবত তারা করছেন। অপর দিকে অলীগণ নবীর পরকালে যাওয়ার পর রাছুলে-আকরাম-আলাইহিচ্ছালাতু-ওয়াচ্ছালামকে দেখতে পাওয়ার পদ্ধতি হল আহমদিয়া আলাইহিচ্ছালাতু-ওয়াচ্ছালামের সাথে অলীগনের আর অলীগণের সাক্ষাৎ অর্থাৎ রাছুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের অলীদের দৃষ্টিপাতে দেখা দেওয়া, প্রকাশ পাওয়া ওলায়েতে আহমাদীয়ার প্রতি (আ:) দিক থেকে তাদের সাক্ষাৎ। নবুওয়্যাত এর দৃষ্টিকোণ থেকে নহে। আর যেহেতু এরকম, নবুওয়্যাতের স্থল অলীদের স্থরের যে পরিমাণই উচ্চ হোক ঐ দুটি সাক্ষাতের মধ্যে ব্যবধান হওয়া জরূরী হয়ে যায়। নবুওয়্যাতের সোহবত (সংস্পর্শ) কি পরিমাণ পরশমনী হতে পারে এর থেকে খুবই ভাল বুঝা যায় যে, কোন গ্রাম্য ব্যক্তি, মেয়ের বাবা হওয়া থেকে মুক্তি পাওয়া হিসেবে মেয়েকে পুঁতে ফেলতে এমন মাত্রায় উন্নীত তার অবস্থা যা জানোয়ারের ন্যায় নির্দয়তার প্রক্ষালে, এক ঘন্টা নবীজী (স:) এর সোহবতে মর্যাদাবান হয়, এবং এখনও পিপড়া দ্বিতীয় পায়ের ছাপ ফেলতে পারেনি এমন অবস্থায় এক রাহমানী সহানুভূতি অর্জনকারী হয়।

একিভাবে মূর্খ কোন জংলী লোক, একদিনে সোহবতে নববীর দ্বারা যোগ্য হয়ে যায়। পরে চীন ও হিন্দুস্থানের ন্যায় দেশসমূহে যেতে থাকে এবং ঐ জাতি সমূহকে দাওয়াত প্রদান করতঃ তাদের মুআল্লিমে-হাক্বিক্বি এবং রাহবারে-কামালাত হয়েছিলেন তারা ।

দ্বিতীয় কারণঃ সাতাইশতম কালেমায় ইজতেহাদ এর আলোচনায় বর্ণনা এবং প্রমাণ করার ন্যায়ঃ সাহাবাগণ থেকে সবাইকে বিবেচনার তরে মানবতার পূর্ণাঙ্গ সর্বোচ্চ আসনে তারা সমাসীন। কেননা ঐ সময়কালে ঐ ইসলামের যৌবনের প্রধান শিখরে উত্তম ও হক্ব সমস্ত মাধুর্যতার সাথে মন্দ ও বাতিল সমস্ত নিকৃষ্টতার সাথে দেখেছে এবং প্রত্যক্ষভাবে তা অনুভূত হয়েছে। মন্দ এবং উত্তমের ঠিক মধ্যভাগে ঐ রকম এক দূরত্ব খোলা হয়েছিল যে, কুফুর ও ঈমানের পরিমাণ এমনকি জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে দেমাগ সমূহ দূরে চলে গিয়েছিল।

মিথ্যা এবং অনিষ্ঠ ও বাতিলের ভ্রষ্টতার ঘোষণা এবং নমুনাকৃত মুসায়লামাতুল-কাযযাব এবং তামাশা মশকরার ন্যায় বাক্যাবলী হওয়ার ধরূন, স্বভাবসুলভ উচ্চস্থরের প্রকৃতির অধিকারী, উচ্চস্থরের চরিত্রবানে বিমুগ্ধ ও সম্মান ও উৎকৃষ্টমানের আচরণ, অতি প্রবণতাময় হাতকে লম্বা করতঃ মুসায়লামার হালত অবস্থায় নিম্নগামী তারা হন নাই। সত্য এবং উত্তমতার এমনকি হক্বের ঘোষণা ও তার নমুনাকৃত হওয়া হাবিবুল্লাহ সঃ এর সর্বোচ্চ লেবেলের উচ্চচূড়ায় তার পূর্ণতার মাক্বামে দেখে সমস্ত ক্ষমতা ও হিম্মতসমূহের সাথে ঐ দিকে দৌড়ানো চূড়ান্ত পর্যায়ের সময়ের দাবী ছিল।

যেমন: সময় হচ্ছে এখন মানব সভ্যতার, আধুনিক মার্কেটের মধ্যে এবং সামাজিক মানবজীবনের দোকান সমূহে অনেক কিছুর প্রদানকৃত আকস্মিক ফলাফলসমূহ ও বিশ্রী প্রভাব সমূহ, স্পষ্ট হত্যাকারীর ন্যায়। সবাই একে ক্রয় করার জন্যে নহে বরং সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে এর থেকে ঘৃণা করতঃ পালায়ন করে এবং অনেক বস্তু সমূহের এবং আধ্যাত্মিক মালসম্পদের প্রদানকৃত, সুন্দর ফলাফলসমূহ ও মূল্যবান প্রভাবসমূহ, এক উপকারী ঔষধ এবং এক হীরার ন্যায় সকলের দৃষ্টিপাতকে আগ্রহের সাথে আকর্ষণ করে। সবাই সাধ্যমত ঐগুলোকে ক্রয় করতে চেষ্টা চালায়।

ঐভাবেও চার খলীফার সৌভাগ্যবান যুগে মানব সামাজিকতার জীবনের ক্ষেত্রে, ঐ মার্কেটের মধ্যে, মিথ্যা এবং অনিষ্ট এবং কুফুরের ন্যায় উপাদান সমূহ মানবতার সামাজিক জীবনের বাজারের মধ্যে চিরকালীন মহামারীর ন্যায় ফলাফল এবং মুসায়লামাতুল-কাযযাবের ন্যায় নিম্নস্থরের ঠাট্টা বিদ্রূপের জন্ম হওয়াতে উচ্চস্থরের আচরণ এবং সমুন্নত ভালবাসা বিমুগ্ধ হওয়া সাহাবাদের হত্যাকারী বিষ থেকে পলায়নকারীর ন্যায় এর থেকে পলায়ন ও ঘৃন্যতা সমূহ একটি পরিষ্কার বিষয়। এবং চিরকালীন সৌভাগ্যবানদের ন্যায় ফলাফল প্রদানকারী রাছুলে আকরাম আলাইহিচ্ছালাতু-ওয়াচ্ছালামের ন্যায় নূরানী ফলফলাদী প্রদর্শন, সত্য ও হক্বের এবং ঈমানের প্রতি সর্বোচ্চ উপকারী এক মহৌষধ, এক মূল্যবান হীরার ন্যায়, ঐ স্বভাবজাত সমূহে পরিচ্ছন্ন এবং উচ্চমানানসই চরিত্রসমূহ উন্নত হওয়া সাহাবাগন সমস্ত ক্ষমতাবলীর দ্বারা এবং অনুধাবন শক্তির সাথে এবং কোমল, মনোরম আখলাক্ব সমূহের সাথে তাদের ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং আগ্রহী হওয়াটা একান্ত জরূরী। অথচ ঐ যামানার পরে, গিয়ে গিয়ে এসে এসে সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার দূরত্ব ক্রমান্নয়ে হ্রাস পেয়ে পেয়ে, আলিঙ্গন পূর্ণভাবে এসে গেছে। এক দোকানে সত্য মিথ্যা কে বরাবর বিক্রি করা শুরূ হওয়ার ন্যায়, সামাজিক আখলাক্ব ও পঁচে গিয়েছে। রাজনৈতিক মিথ্যা প্রভাব যেন প্রচন্ড মিথ্যাচারিতায় রেওয়াজমুখী হয়ে গিয়েছে। মিথ্যাবাদীতার আকস্মিক গোপন অনিষ্টতার মাধ্যমে, সত্যবাদিতার চাকচিক্যময়তার প্রভাব না দেখার সময়টা শুরূ হওয়ার প্রক্কালে, কার-ই বা অধিকার রয়েছে সাহাবাদের আদালত ও ইনসাফিয়্যাত নিবে, এবং উচ্চতা ও হাক্কানিয়্যাত সম্পর্কিত তাদের ক্ষমতা সমূহকে, সিদ্ধান্ত সমূহকে তাদের পরহেজগারীকে অতিক্রম করতে পারে তাদের স্থরে স্থরান্নীত হতে পারে। গত মাসআলায় কিছুটা নূরান্নিত করবে এমন একটি নূর আমার স্মৃতিতে এসেছে সেটা হল,

একবার আমার অন্তরে এসেছে, কেন মুহিউদ্দীন আরাবী এর ন্যায় সুবিশাল সত্বাবলী সাহাবাদের অতিক্রম করতে পারেন নাই? পরে নামাজের মধ্যে سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی বলার সময় এই কালামের অর্থটি আলোকপাত হল। পূর্ণ অর্থের সাথে যদিও নহে কিন্তু একাংশ হাক্বিক্বাত দেখানো হয়েছে। অন্তরে অন্তরে বলিলাম যে, হায় যদি একটি পূর্ণ নামাজের মধ্যে এই কালামের (তাসবিহের) ন্যায় স্বাদ ভোগ করতে পারতাম এক বছর ইবাদাতের চাইতে আরও ভাল ছিল। নামাজের পরে বুঝলাম যে, ঐ সময় ও অবস্থা সাহাবাদের ইবাদাতের স্থরের প্রতি ধারে কাছে না যাওয়ার এক বিশুদ্ধ ইরশাদ (ইশারা)। হাঁ, কোরআনে হাকিমের নূর সমূহের সাথে

অর্জিত হওয়া সামাজিক পরিবর্তনের মহান অবস্থান, পরস্পর বৈপরীতে বের হয়ে পৃথক হওয়ার কালে; অনিষ্টাবলী তার সমগ্র অনুসারীদের সাথে, জুলুম সমূহের সাথে, সংশ্লিষ্টতা সমূহের সাথে, এবং উত্তম ও পূর্ণতা এবং সমগ্র নূরের সাথে ও ফলসমূহের সাথে সামনা সামনি এসে এক অবস্থানে এবং কম্পনময় এক সময়ে প্রত্যেক যিকির এবং তাসবিহ সমস্ত এগুলোর অর্থাবলীর এবং স্থরসমূহের সজীব ও সতেজ ও তাজা যুবক এক আকৃতিতে ব্যাখ্যা বলার ন্যায়ঃ ঐ বড় রকমের পরিবর্তনের কুসুম আওয়ামের অন্তর্ভূক্ত হওয়া মানুষের সমগ্র অনুভূতিসমূহ আধ্যাত্মিক মনোরমতায় জাগিয়ে তুলেছে। এমনকি সন্দেহ ও কল্পনা ও গোপন রহস্যের ন্যায় ইন্দ্রিয় সমূহ হুশিয়ার ও সচেতন এক সুরতে ঐ যিকির ঐ তাসবিহ সমূহের অসংখ্য আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থ সমূহ স্বীয় উপলব্ধিকৃত স্বাদের দৃষ্টিতে গ্রহণ করে ভোগ করে। সুতরাং এই হাক্বিক্বতের উপরে সমস্ত অনুভূতিসমূহ জাগ্রত এবং লতিফা সমূহের ক্ষেত্রে হুশিয়ার হওয়া সাহাবাগন ঈমানের নূরের তরে এবং তাসবিহ সমূহের তরে একত্র হওয়া উল্লেখিত পবিত্র কালিমা সমূহ বলার সময়ে বাক্যের সম অর্থাবলীর সাথে অনুভূত হয়ে তারা বলেন এবং সমস্ত লফিতা সমূহের হিস্যা ও তারা গ্রহণ করেছিলেন। অথচ ঐ প্রভাত উদ্ভাসিত হওয়া এবং বিপ্লবের পরে যেতে যেতে কমনীয়তার ঘুমের সাথে এবং খাহেশাত ও হাক্বিক্বাতের পয়েন্টে গাফিলতিতে নিমজ্জিত হয়ে ঐ পবিত্র কালেমাসমূহ, ফলফলাদির ন্যায় যেতে যেতে প্রণয় হৃদ্যতার পর্দার দ্বারা কমনীয়তা, মনোরমতা এবং সতেজতাকে হারিয়ে ফেলে। সাধারণত বহিঃস্থ হওয়ার চাহিদার সাথে শুষ্ক হচ্ছে যেন এমনটি খুবই অল্প এক বয়স থাকছে যে, ক্ষমতা, তাফাক্কুরমুখী এক আমলসমূহের সাথে হয়তো প্রথমের অবস্থায় ফিরতে পারে। সুতরাং এটা এমন যে, চল্লিশ মিনিটে একজন সাহাবী যে মাক্বাম, ফজিলত অর্জন করেন চল্লিশ দিনে, এমনকি চল্লিশ বছরের মেহনতের পর ঐ লেবেলের কাছে হয়তো যেতে পারে।

তৃতীয় কারণঃ বারোতম এবং চব্বিশতম এবং পচিশতম কালেমায় প্রমাণিক আলোচনা হওয়ার ন্যায় নবুওয়্যাতের ওলায়েতে নিছবত (নবুওতের নৈকট্য ফায়দা অর্জনকারী অলী সত্বার সম্পর্ক) সূর্যের আলোর দ্বারা আয়নায় দেখার ন্যায় সূর্যের ছবির মত। তাই নবুওয়্যাতের স্থর অলীদের থেকে যে পরিমাণ উচ্চ হোক নবুওয়্যাতের খাদেমদের সূর্যের নক্ষত্র হওয়া সাহাবাগণও অলীদের স্থরের ছালিহগণের স্থর ও ঐ স্থরে উচ্চস্থর শক্তি অর্জন করা জরূরী হয়ে যাচ্ছে। এমনকি বড় অলীদের রাস্তা যা নবুওয়্যাতের ওয়ারিছগণ এবং সত্যবাদি, সাহাবাদের নবুওয়্যাতের ওয়ারিছগণ এবং এমন সত্যবাদিতা যে, সাহাবাদের অলিয়ত এর ন্যায় যা, কেউ যদি অর্জন করে তারপরও প্রথম যে সারি রয়েছে সাহাবাদের স্থরে পৌছা অসম্ভব। এই তৃতীয় কারণের অনেক কারণসমূহ থেকে তিনটি কারণ বর্ণনা করছি।

প্রথম কারণ= ইজতেহাদ আলোচনার অর্থাৎ হুকুম সমূহের বের করণের গবেষণালব্ধে, অর্থাৎ জনাবে হক্বের সন্তুষ্টির তরে কথাবার্তা থেকে অর্জিত বুঝটার মধ্যে, সাহাবাদের ধারে কাছে যাওয়া অসম্ভব। কেননা ঐ যুগের ঐ বড় খোদায়ী বিপ্লব যা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং এলাহীর হুকুম সমূহের বুঝাপাড়ার উপরে ফিরছিল। সমস্ত মেধাবীরা হুকুমসমূহের গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। সমগ্র অন্তর সমূহ "আমাদের রব আমাদের থেকে কি চাচ্ছেন?" এভাবে বলে বলে চিন্তিত ছিলেন। যামানার অবস্থা সমূহ এই অবস্থাকে অনুভব করতে ও অনুভব করাতে এক নীতির মধ্যে শ্রুতিময় ছিল।

আলাপ-আলোচনা, এই আধ্যাত্মিকতাকে অন্তর্ভূক্ত করে অবস্থান পাচ্ছিল। অত:এব সবকিছু ও সর্বাবস্থা এবং আলাপ-আলোচনা এবং পর্যালোচনা গল্প গুজব ও কাহিনী সমগ্র কিছুই ঐ উদ্দেশ্যাবলীকে পাঠ প্রদান করবে এমন এক স্থরের নীতিমালা প্রবাহমান হওয়া থেকে; যা সাহাবাদের গবেষণার পূর্ণতা ও তাদের ফিকির

সমূহকে আলোকিত করা থেকে; ইজতেহাদ ও ইসতেনবাতের মধ্যে যোগ্যতাকে দাম্ভিকের স্থরে প্রকাশ না করাতে প্রস্তুত হওয়া থেকে একদিনে বা মাসে অর্জিত গবেষণালব্ধ মর্তবা ও ইজতেহাদ; যা ঐ সাহাবীদের মেধাশক্তির স্থরের মধ্যে ও যোগ্যতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হোক কোন ব্যক্তি, এই যুগে দশ বছরে বরং একশত বছরেও ঐ স্থর অর্জন করা অসম্ভব। কেননা এখন চিরসৌভাগ্যবানদের পরিবর্তে এখনকার সময়ে দুনিয়ার ভাগ্যবানী হওয়াটা দৃষ্টিপূর্ণ এক বিষয়। এখন মানবের দৃষ্টি সচেতনতা অন্যান্য উদ্দেশ্যাবলীতে অভিমুখী।

মানবের মনোযোগ এখন আল্লাহর উপর নির্ভরতার বাহিরে জীবনযাপনের দুঃখ-দরদে অভীষ্টমুখী। এবং রূহকে ভবগুয়েমী ও প্রকৃতিবাদের দর্শন ও বস্তুবাদের প্রতি জ্ঞানকে অন্ধত্ব প্রদান করতঃ মানুষের সামাজিক অবস্থান, ঐ ব্যক্তির দেমাগে ও তার যোগ্যতায় ইজতেহাদ বিষয়ের সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্য ধারণা ক্ষমতা না দেওয়ার ন্যায় পেরেশানী প্রদান করছে। হয়রান হচ্ছে। ২৭তম কালেমার ইজতেহাদ এর আলোচনায় সাহাবি সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনা এর সাথে তার মেধাশক্তির লেবেলের ক্ষেত্রে একজনের সাথে একটা তুলনা করে প্রমাণ করেছি যে, সাহাবি সুফিয়ানের শিশুকাল-দশ বছরের অর্জিত যোগ্যতা তুলনাকৃত ব্যক্তি একশত বছরেও অর্জন করতে অক্ষম।

দ্বিতীয় কারণঃ সাহাবাদের এলাহীর নৈকট্যতার ক্ষেত্রবিষয়ে তাদের অবস্থানস্থল অলীগণের দর্শনে ঐ পর্যন্ত যাওয়া অসম্ভব। কারণ জনাবে হক্ব আমাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকটে এবং সকল কিছু থেকে অনেক কাছের, কিন্তু আমরা তার থেকে অনেক দূরে, সীমারেখা নেই। আল্লাহর নৈকট্যতা প্রাপ্তির দুটি পদ্ধতি হয়।

১নং/ নৈকট্যতার উন্মোচনে এটা এমন হয় যে, নবুওয়্যাতের নৈকট্যতা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে স্পষ্ট করে এবং নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী সোহবতের বিবেচনায় সাহাবাগণ ঐ রহস্যের মনীতে প্রাপ্ত, অন্য কেহ নহে।

২নং/ দূরত্বের ক্ষেত্র বিষয়ে অকাঠ্য মর্তবা অতিক্রম করতঃ এমন এক স্থরের নৈকট্যতায় সম্মানী হওয়া যে, বেশির ভাগই আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় ক্ষমতাকৃত অলী তার দৃষ্টিতে এবং আধ্যাত্মিক রাহবরকৃত ব্যক্তি এবং আধ্যাত্মিক দরবেশ এই দ্বিতীয় প্রকারে প্রবাহমান। অতএব প্রথম প্রকারটা হল কেবল একান্ত কৃপামূলক। অর্জনমূলক নহে। জযবাগ্রস্থ, রহমানের জযবা এবং রহমানের ভালবাসা। ঐ রাস্তা অনেক খাটো, কিন্তু অনেক এবাদাত এবং অনেক উচ্চ পর্যায়ের এবং অনেক বিশেষায়ীত ছায়াময়। আবার দ্বিতীয় প্রকারটা হল অর্জিত, লম্বা, ছায়াময়। আশ্চর্যজনক বিস্ময়তা অনেক হওয়াতে ও মূল্যায়নে, নৈকট্যতায় প্রথম প্রকারের ন্যায় হবে না। যেমনটি গতকালের জন্যে আজকে পৌছাতে দুটি পথ রয়েছে **এক-** সময়ের স্রোতে অনুসারী না হয়ে এক পবিত্র সত্ত্বার ক্ষমতার দ্বারা সময়ের বাহিরে অবস্থান করতঃ গতকালকে আজকের ন্যায় উপস্থিত দেখতে পাওয়া। **দ্বিতীয়টি** হল- এক বছর দূরত্বের শক্ত দূরত্ব হওয়াতে, প্রদক্ষিণ করাতে, গতকালে আবার ফিরে আসা। কিন্তু আবার ও গতকালকে হাতে পাচ্ছে না তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য দিনে চলে যাচ্ছে। একইভাবে জাহের থেকে হাক্বীক্বাতে প্রবেশ করার দুটি প্রকার রয়েছে-

এক = নিঃসন্দেহে হাক্বীক্বাতের জযবায় আত্মহারা হয়ে, কবরের পথে প্রবেশ করার পূর্বে হাক্বীক্বাতকে একইভাবে জাহেরের মধ্যে পাওয়া।

দুই = অনেক মর্তবার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার নীতিমালার পদ্ধতিতে অতিক্রম করা। আহলে-ওলায়েত (অলীগণ) তার স্ব স্ব ক্ষেত্রে নফসের কোরবানীতে উপযোগী হতে পারেন তারা নফসে-আম্মারাকে হত্যা করেন। তারপর ও তারা সাহাবাদের ধারে কাছে যেতে পারেন না। কেননা সাহাবীদের নফস সমূহ আত্মশুদ্ধ ও পবিত্র করার ধরূন নফসের মাহাত্মের সাথে কর্মরত অন্যান্য ইন্দ্রীয়াবলী এদের সাথে, উবুদিয়্যতের

প্রকারাবলীর ক্ষেত্রে এবং শুকুর ও প্রসংশাগীতির প্রকারাবলীতে আরও মজবুতভাবে তারা প্রস্ফুটিত। নফসের খাহেশাতের হত্যার পর অলীগনের ইবাদতে প্রশস্থতা তৈরী হয়। সাহাবাদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন ।

তৃতীয় কারণঃ আমলের ফজিলত এবং কর্মের সোওয়াব এবং পরকালীন ফজিলতের দিক দিয়ে সাহাবাদের কে পাশ কাঠিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কারণ যেমন কোন মু'মীন সৈন্য অনেক শর্তাবলীর ভিতরে গুরূত্বপূর্ণ ও ভয়ংকর কোন প্রেক্ষাপটে এক ঘন্টার দায়িত্বে এক বছর ইবাদাতের সমমান ফজিলত উপার্জন করতে পারে এবং এক মিনিটে এক পয়সার রূটির দ্বারা নিম্নের পক্ষে চল্লিশ দিনে এমন অর্জনকারী কোন অলীর স্থরের ন্যায় এক স্থরে উন্নীত হওয়া সম্ভব। একইভাবে সাহাবাগণের ইসলামীয়াতের ভিত্তি স্থরে এবং ক্বোরআনের হুকুমসমূহের প্রকাশ হওয়াতে খেদমত সমূহ ও ইসলামীয়াতের জন্যে সমস্ত দুনিয়ার প্রতি যুদ্ধের ঘোষণা করাসমূহ ঐ স্থরের সুউচ্চ বিষয় যে, এক মিনিটে অন্যের (সাহাবানয় এমন) ক্ষেত্রে যা এক বছরেও অর্জন অসম্ভব। এমন কি বলা হয় যে, সমস্ত মিনিট সমূহ ঐ পবিত্র খেদমতের মধ্যে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া ব্যক্তির প্রতি মুহুর্তের ন্যায় হয়ে যায়। সমগ্র ঘন্টাবলী অনাকাঙ্খিত এক অবস্থানে এক ঘন্টা দায়িত্বে থাকা উৎসর্গকারী কোন ব্যক্তির দায়িত্বে থাকার ন্যায় এমন যে, আমল অল্প, মূল্য অনেক বেশী, মূল্যায়ন অনেক উচ্চ পর্যায়ের। হাঁ, সাহাবাগণ যেহেতু ইসলামীয়াতের ভিত্তিস্থরে এবং কোরআনের নূরের প্রকাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সারিতে সাহাবাগণ সারিবদ্দ।

اَلسَّبَبُ كَالْفَاعِلِ আলোচ্য পংক্তিতে, সমগ্র উম্মতের উত্তমকর্মের থেকে সাহাবাদের অংশ রয়েছে। উম্মতের اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ উক্ত দুরূদ পড়ার সাথে সাহাবায়ে কেরামের তামাম উম্মতের উৎকৃষ্ট কর্মের থেকে তাদের অংশকে প্রদর্শন করছে। এমনকি, যেমনটি কোন বৃক্ষের শিকড়ের ছোট খাটো এক বৈশিষ্ট্য; যা তার ডাল সমূহের মধ্যে এক আকৃতি ফুটে ওঠে। বড় কোন ডাল থেকে আরও বড় তার অবস্থান। একইভাবে যেমন, শুরূতে ছোট এক উচ্চতায় যাওয়ায় এক সার্বিকরূপ, ধারণ করে। এমনিভাবে মূলকেন্দ্রের নিকট এক সুই এর চূড়ার ন্যায় এক অতিরিক্ততা যা বেষ্টিত স্থরে মাঝে মাঝে এক মিটার পরিমাণ অতিরিক্তের প্রতি বিপরীত হচ্ছে।

হুবহু এই চারটি উদাহরণের ন্যায়------ সাহাবাগন, ইসলামিয়াতের নূরানী বৃক্ষের শিকড়সমূহ থেকে ভিত্তিসমূহ থেকে হওয়া এমনকি, ইসলামের ভিত্তির নূরানী রেখা সমুহের প্রথম ধাপ, এমনিভাবে, ইসলামী জামাতের ইমামগনের থেকে এবং সংখ্যা সমূহের প্রথম সংখ্যায় একিভাবে নব্যুওতের সূর্য এবং হাক্বিক্বতের পরশমনির ক্ষেত্রে নিকটে হওয়া যাদের অল্প আমল অনেক বেশি হুকুমে ছোট খেদমত অনেক বড়, তাদেরকে ধরতে পারার জন্য আসল ও হাক্বিক্বি সাহাবা হওয়া জরূরী, নতুবা অসম্ভব। রেফঃ সোজলার ৪৮৮

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلَّذِىْ قَالَ اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ وَ خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

প্রশ্ন:- বলা হয় যে, সাহাবাগন রাসুলে আকরামকে দেখেছেন। পরে ঈমান ও এনেছেন। আর আমরা না দেখে ঈমান এনেছি। আর এমনি হলেতো আমাদের ঈমান আরও মজবুত। এমনকি আমাদের ঈমান সম্পর্কে শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে রেওয়াত ও বর্ণিত রয়েছে?

উত্তরঃ– সাহাবীগন এই যুগে, সমগ্র দুনিয়ার চিন্তাচেতনা ইসলামের হাকিকত সমূহের বিপরীত ও বিরোধকর অবস্থায় সাহাবীগন কেবল মানুষের চেহারাতুল্য রাসূলে আকরাম আলাইহিসসালাতু ওয়াছছালাম কে দেখে: মাঝে মধ্যে কোন মু'জেযা ব্যতিত অবস্থায় এমন এক ঈমান গ্রহণ করত: ঈমান এনেছেন যে, সমগ্র দুনিয়াবাসীর চিন্তাফিকির তাদের ঐ আনীত ঈমানের সম্মুখে মর্মঘাত করছিল না। সন্দেহ নয় অনেকের অবস্থা এমন যে, ওয়াছওয়াছা ও তাদের মধ্যে কাজ করত না। আপনারা এমন ঈমানদার যেথায় সাহাবীদের ঈমান নিয়ে তুলনা করছেন! সমগ্র ইসলামী পরিবেশের চিন্তা চেতনাবাদী এক সাথে ক্ষমতাবান ও সনদ অর্জিত অবস্থায় এমন ঈমানদার:- যেখানে রাসূলে আকরাম তুবা বৃক্ষের নবুয়্যাতের বীজ হওয়া মানবতা এবং যা দেহবিশিষ্ট কোন দেহ নহে বরং ইসলামী নূরের সার্বজননীতা ও হাক্বাইক্বে ক্বোরাআনিয়ার সাথে নূরানী, শালীন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হাজার মু'জিজাতের সাথে বেষ্টিত অবস্থায় এক ইউরোপীয় দর্শনের কথার দ্বারা ওয়াছওয়াছা (কুমন্ত্রীত) এবং সন্দেহে নিমজ্জিত তোমাদের ঈমান কোথায়? আর সমস্ত কুফুরীর দুনিয়া এবং খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদীদের এবং দুনিয়ামুখী দার্শনিকদের হামলার সম্মুখে বিপর্যস্থহীন সাহাবাগণের ঈমান কোথায়! এমন কি সাহাবীদের ঈমানের শক্তিকে প্রদর্শনকারী এবং তাদের ঈমান সমূহের মনোনয়ন হওয়া মজবুত তাক্বওয়া সমূহ এবং অর্জিত সালাহাত কোথায়! হে অভিযোগকারী তোমার দৃঢ় দূর্বলতা থেকে ফরজ সমূহ পূর্ণভাবে তোমাতে আদায় হয় না এমন নির্বাপিত তোমার ঈমান কোথায়! কিন্তু হাদিসের মধ্যে উল্লেখিত হওয়া কথা হল এমন যে, আখের জামানায় আমাকে না দেখে এবং বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তি আরও বেশী পছন্দনীয় স্বীকৃত (মুছনাদে আহমাদ-৫/২৪৮-২৫৭-২৬৪) আলোচ্য রেওয়ায়েত বিশেষ ফজিলতের সাথে সম্বোদিত। বিশেষ কিছু ব্যক্তিবর্গের জন্যে বিশেষায়ীত। আর আমাদের আলোচনা হল, সার্বিক দৃষ্টিকোণের ফজিলত এবং অধিকাংশের বিবেচনা দৃষ্টিপাতকৃত।

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ কথায় চলিত আছে যে, আহলে ওলায়েত ও আসহাবে কামালাত যারা দুনিয়াকে তরক করেছিলেন। অথচ হাদীসে বর্ণিত আছে যে "দুনিয়ার মুহাব্বাত সমস্ত মন্দের মাথা(বায়হাকী-৩৩৮/৭), এদিকে সাহাবীগণ অনেক বেশী দুনিয়ার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। দুনিয়াকে তরক করা নহে বরং কিছু সাহাবাগণ তারা যুগের আধুনিকতার দৃষ্টি থেকে আরও বেশি সম্মুখীত হয়েছিলেন। তাহলে কেমনে হবে এমন যা সাহাবাবের নিম্নের কোন স্থরের কাউকে সর্বোচ্চ বড় কোন অলীর সম্মান আপনি বলচ্ছেন?

উত্তরঃ বত্রিশতম কালেমার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে অতি শক্তভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, দুনিয়াকে পরকালে লক্ষকারী এমন চক্ষু চেহারা দ্বারা আসমায়ে এলাহীর প্রতি বিপরীত হওয়া এমন চেহারাকে ভালবাসা; যা ক্ষতির কারণ নহে। বরং পূর্ণতার মাধ্যম স্বরূপ। এবং দুনো চেহারা যে পরিমাণই সামনে অগ্রসর হোক না কেন, তার সাথে সাথে অনেক বেশী সামনে তাদের ইবাদত ও আল্লাহর পরিচয় লাভ অর্জিত হবে। এখন সাহাবাদের দুনিয়া হল ঐ দুটি চেহারার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। দুনিয়াকে তারা তাদের জীবনে আখেরাতের ক্ষেত্রস্থল করে বীজ বপন করেছিলেন। সৃষ্টিসমূহে আসমায়ে এলাহীর আয়নাকে দেখে দেখে আগ্রহান্নীত প্রেমাস্পদে তারা নন্দতার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীতা যা এমন বিলুপ্তিময় চেহারা যে, এটা কেবল মানুষের খাহেশাতের প্রতি লক্ষ করে।তাই একেবারে নিম্ন স্থরের সাহাবী সর্ব উচ্চ মহান অলির চেয়েও প্রাধান্য যোগ্য।

তৃতীয় প্রশ্নঃ বিশুদ্ধ তরিক্বতসমূহ হাক্বিক্বাতের পথসমূহের ন্যায় একই পথ। তরিক্বতের ভিতরে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং উচ্চমানের এবং বড় পথের দাবীকারী পথ তরিক্বে নকশিবন্দ সম্পর্কে ঐ তারিক্বাতের মোজাহিদদের থেকে ও ঈমানদারদের থেকে অনেকেই নকশিবন্দের ভিত্তিকে এমনটি তা'রিফ করেছেন যে, তারা বলেছেন -

دَرْ طَرِيقِ نَقْشِبَنْدِى لَازِمْ آمَدْ چَارْ تَرْكْ

تَرْكِ دُنْيَا تَرْكِ عُقْبٰى تَرْكِ هَسْتِى تَرْكِ تَرْكْ

অর্থ- নকশীবন্দী তরিক্বার মধ্যে চারটি বস্তুকে তরক করা আবশ্যক, যেমন দুনিয়াকে একিভাবে নফসের বিবেচনায় পরকালকে মাকসুদে-হাক্বিক্বি না বানানো। একইভাবে স্বীয় দেহকে ভূলে যাওয়া, আমিত্য, অহংকারে প্রবেশ না করার জন্যে এই তরককৃত বিষয়াদীকে চিন্তা না করা। অর্থাৎ হাক্বিক্বি মা'রিফাতুল্লাহ এবং মানবতার পূর্ণতাকে অর্জন কেবল আল্লাহ ব্যতিত সবকিছু ভূলে যাওয়া?

উত্তরঃ যদি, মানুষ কেবল একটি ক্বলবকে তার অবস্থানে অবস্থানী হইত; তাহলে সমগ্র কিছুকে তরক করা, এমনকি ইসিম ও আল্লাহর ছিফাত ও তরক করা, কেবল জনাবে হক্কের সত্ত্বায় শুধুমাত্র অন্তরের বন্দন সৃষ্টি করা জরূরী হইত। কিন্তু মানুষের আক্বল রূহ, একান্ত গোপনীয়তা, নফসের ন্যায় অনেক অনেক কর্মব্যস্থ মনোহর, মনোরম ইন্দ্রীয় রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ইনসান তো হল যে, সমস্ত এই কোমল ইন্দ্রীয়াবলী: যেগুলো প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে বিশেষায়ীত পৃথক পৃথক উবুদিয়্যাতের মধ্যে হাকিকাতের দিকে ব্যবহার করার সাথে সাহাবাদের ন্যায় প্রশস্থ এক অবস্থানে, ধনবানের এক আকৃতিতে ক্বলব একটি রিমোর্টের ন্যায় মনোহর ঐ সৈন্যদের সাথে সাহসী বীরের ন্যায় এক উদ্দেশ্যে চলতে যেন থাকে। নতুবা অন্তর কেবল নিজেকে বাঁচানোর জন্যে তার সৈন্য কে ছেড়ে দিয়ে একাই যাওয়া সফল হওয়া এটা গৌরবের কারণ নহে বরং বাধ্যবাধকতার একটি ফলমাত্র।

চতুর্থ প্রশ্নঃ সাহাবীদের বিপরীত উচ্চমর্যাদার দাবীটা আসলে কোথা থেকে আসচ্ছে? কেই বা এমন দাবী তুলচ্ছে? এই যামানায়, এই মাসআলার আলোচনার কারণই বা কেন? একইভাবে, মুজতাহিদীনে-এজাম যারা তাদের বিরূদ্ধে সমতুল্যতার দাবী-ই বা কেন এতটাই অতিরিক্ত বেড়েছে?

উত্তরঃ এই দাবী উত্তোলনকারী **দুটি** দল রয়েছে। **প্রথম দল**- যারা পরিচ্ছন্ন দ্বীনদারগণ এবং আহলে ইলিমগণ তারা অনেক হাদীস সমূহে তারা দেখেছেন। আর এই যামানায় আহলে তাক্বওয়া এবং আত্মশুদ্ধকারীদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনা দেওয়ার জন্যে আলোচ্য বিষয়াদী নিয়ে তারা কথা বলেন। এই দলের বিপরীত আমাদের কোন কথা নেই। এমনিতেই তাহা সংখ্যায় অল্প, এবং খুবই দ্রুত তারা মূল তাত্ত্বিক বিষয়াদীতে সচেতন হয়ে যান। **দ্বিতীয় দল** হল-এরা অতি আশ্চর্যজনক অহংকারী মানুষ যে, মাযহাবহীনতার ধরূন, এর দ্বারা নিম্নমুখীতা প্রকাশ করতে চায় এমনকি দ্বীনহীনতার ধরূন কিছু লোক যারা সাহাবীদের বিপরীত তুল্যতাচ্ছিল্যতার দাবীর অভ্যন্তরে তাদেরকে অবমাননা করতে চায়।

এর কারণ হল– **প্রথমত:** ঐ আহলে দালালাত যারা অশ্লীলতায় প্রবেশ করেছে। এবং অবৈধ কর্মে তারা নিজেরাই বিষয়ের প্রতিশেধক হয়ে গিয়েছে। অশ্লীলতার জন্যে বাধা প্রদানকারী শরীয়তের ঔষধগুলো ব্যবহার করতে তারা পারচ্ছে না। স্বীয় ক্ষেত্রে এক বাহানা হিসেবে বলে যে, এই মাসআলাগুলো ইজতেহাদ করার সাথে সম্পর্কিত। ঐ মাস'আলাগুলোতে মাযহাবগুলো পরস্পর বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। এবং মুজতাহিদরা ও আমাদের ন্যায় মানুষ। তারা ও ভূল করতে পারে। আর যখন বিষয়টা এরকম, তাহলে আমরাও তাদের ন্যায় এই যুগে ইজতেহাদ করতে পারি। তাদের প্রতি অনুসরণ আমাদের কি-ইবা বাধ্যবাধকতা রয়েছে? অতএব এই বদ-বখতরা এই শয়তানী ধোকাবাজীর দ্বারা তাদের মাথাকে মাযহাবের জিঞ্জির থেকে বের করচ্ছে, এদের এই দাবীগুলো কি পরিমাণ নড়বড়ে এবং ভিত্তিহীন হওয়াটা ২৭নং কালেমায় ইজতেহাদে মজবুতভাবে প্রামাণিক আলোচনা করায় ঐ দিকে হাওলা করচ্ছি।

দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রকার আহলে দালালত তারা লক্ষ করেছে যে, মুজতাহিদীনদের কাছে কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে না। তাদের স্কন্ধে কেবল দ্বীনদারীর দৃষ্টিকোণ বিদ্যমান। অথচ এই প্রকার আহলে দালালত দ্বীনের একান্ত প্রয়োজনীয়তাকে তরক করতে এবং পরিবর্তন করতে তারা চাচ্ছে "তাদের থেকে আমরা আরও মজবুত" এমনটি যদি তারা বলে তাহলে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। কারণ = মুজতাহিদিনদের, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অকাঠ্য না হওয়া এমন তাফারুয়্যাতে (অতিরিক্ত ব্যাখ্যায়) তারা জড়াতে পারবে অথচ এই মাযহাবহীন আহলে দালালাত দ্বীনের জরূরী বিষয়াদীতে ও তাদের চিন্তা চেতনাকে ডুকিয়ে দিতে পরিবতর্নের অনুপযোক্ত হওয়া মাস'আলা সমূহের পরিবর্তন করতে এবং অকাঠ্য ইসলামের রূকন সমূহের বিরোধিতা করার ইচ্ছা কামনা থেকে: তারা অবশ্যই দ্বীনের একান্ত প্রয়োজনাদীর বহনকারী এবং খুশিস্বরূপ হওয়া সাহাবাদেরকে ও তারা শেষ পর্যন্ত ছাড় দিবে না। অসম্ভব নয় যে এদের ন্যায় মানবরূপী প্রাণীরা বরং হাকিকি মানুষদের এবং মানুষদের থেকে পূর্ণ কামিল হওয়া অলীদের বড়রা সাহাবাদের ছোট কাহারও সম্মুখে এ রকম দাবী অর্জন না করাটা অতি মজবুত অকাঠ্য দৃষ্টিতে ২৭নং কালেমায় প্রমাণিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।রেফঃ সোজলার ৪৯৪

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى رَسُولِكَ الَّذِى قَالَ لَاتَسُبُّوا اَصْحَابِى لَوْ اَنْفَقَ اَحَدُكُمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ نِصْفَ مُدٍّ مِنْ اَصْحَابِى صَدَقَ رَسُولُ اللهِ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ